Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 113
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 104 - 113
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রামেশ্বর শ’ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব

ছোটন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : chhotanmondal783@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Philology, Linguistics, Science, Language, Phone, Word, Syntax, Semantics, Dialects.

Abstract

Philology is probably the least talked about and visibly strange and boring trend in the different stream of Bengali language and literature discussion. Linguist Prof. (Dr.) Rameswar Shaw has analyzed this boring and inaccessible subject in simple language and made it juicy and vivid by his talent and hard work. He established the theory of Bengali language based on the basic principles of linguistics. In the light of comparative linguistics, he rebuilt Bengali as its source language or mother tongue by comparing it with related languages. At the same time, with the help of historical linguistics, he has touched the different levels of Indian Arya language, as well as the origin, history and division of Bengali language, as well as the thorough analysis of the formation of contemporary Bengali language, it has become attractive and understandable to the reader.

The development of discussion and research about language in a scientific manner is a very modern phenomenon. However, the questioning of the minds of people in the East and the West began in ancient time. The earliest traces of linguistics are found in India and were quite glorious. The greatest epitome of ancient India is Panini's ‘Astadhyayi’ (4th century BC). Linguistic discussions are not documented in the Vedic Samhita in the pre-Panini or pre-Panini period, but some discussions are available from there. Panini followed a period of barrenness of language-practice in India; Later, philosophers such as Katyayana (Bartika), Patanjali (Mahabhashya), Bhartrihari (Vakyapadiya) enriched the field of linguistics. Whatever may have been the glory of linguistics in ancient India, the practice of linguistics in India almost declined during the medieval period. But in the new era, the lost glory of India got a new life and it can be said that the practice of linguistics today is rightly based on the linguistic practice of that day. Linguistics has developed many approaches to understanding the nature, purpose, norms, etc. of language in the modern world, each of which is called a ‘stream’ of linguistics. At present the three main branches of linguistics are—

I. *Section of Comparative Linguistics*
II. *The stream of historical linguistics*
III. *Discipline of Descriptive Linguistics*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 113
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Linguist Rameshwar Shaw enriched diffrent disciplines of linguistics through his research work and long career. On this subject, he wrote his timeless work 'Sadharan Bhasavijnan o Bangla Bhasa' and his research book 'Synchronic comparative Phonology of Bengali and German'. In addition, he has written several articles on language in his book entitled 'Adhunik Banla Upanyaser Patabhumi O Bividha Prasanga' (2006); which bear the identity of special achievements.

Discussion

"যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব-জীবনে ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা, আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবন্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।"[১]

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারাপ্রবাহে যেসব বিদগ্ধজন স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন অধ্যাপক (ড.) রামেশ্বর শ'। তিনি সর্বজনে একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবেই পরিচিত। ভাষাবিদ্ রামেশ্বর শ' তাঁর গবেষণা কর্ম ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের মধ্য দিয়ে ভাষাচর্চার বিভিন্ন ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। অগ্রজ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ খ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল ড. রামেশ্বর শ' নিজ মেধা ও শ্রমনিষ্ঠার দ্বারা তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন।

জন্মলাভের পর থেকে কঠোর-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ৭৩% নম্বর পেয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে রামেশ্বর শ' স্বর্ণপদক এবং খেন্তমণি নগেন্দ্রলাল রৌপ্যপদক পুরস্কার লাভ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই জার্মান ভাষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা যথাক্রমে ৮৬% ও ৮০% নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া তিনি ধ্বনিতত্ত্বে (A Comparative study in the phonological systems of Bengali and German) — বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত Central institute of Indian languages (Ministry of education govt. of India) আয়োজিত International Institute in Phonetics —এ অংশগ্রহণ ও ধ্বনিতরঙ্গ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। মূলত ভাষাবিজ্ঞান নিয়েই তাঁর কাজকর্ম ও ভাবনার জগৎ; তবে সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়েও ছিল তাঁর গভীর অনুধ্যান। এজন্য তিনি নানান শিরোপা, পদক বহুবিধ সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ড. রামেশ্বর শ' বাংলা সহ সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুগভীর পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় মেলে।

অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ' অধ্যাপনার পাশাপাশি বেশ কিছু বই লিখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি হল —

- **বাংলা গ্রন্থ —** *'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'* (১ম খণ্ড ১৯৮৪, ২য় খণ্ড ১৯৮৮, অখণ্ড ১৯৮৮)
- **ইংরেজি গ্রন্থ —** *'Synchronic comparative Phonology of Bengali and German'* (2001)

এছাড়া তিনি ভাষা বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ' (২০০৬) শীর্ষক গ্রন্থে। প্রবন্ধগুলি হল —

- উইলিয়াম কেরির সাধু গদ্য : ভাষাতাত্ত্বিক বিচার
- বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা

- পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার
- সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক
- ভাষা-সমস্যা প্রসঙ্গে
- স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মূল স্বরূপ
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচন

১

ড. রামেশ্বর শ'র ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে সর্বজনে পরিচিতির মূলে আছে তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি **'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'** শীর্ষক গ্রন্থটি। গ্রন্থটি ভাষাবিজ্ঞানের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ পাঠ্যপুস্তক। ভাষাবিদ্ রামেশ্বর শ' গ্রন্থের শুরুতে বাঙ্‌মীমাংসা, ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তিনি 'Philology' পরিভাষা হিসাবে 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহার করেছেন। ভারত-সরকারের নিযুক্ত Standing commission for Scientific and Technical Terminology অনুসরণ করে ড. শ' 'Philology'-কে 'বাঙ্‌মীমাংসা' ও 'Linguistics'-কে 'ভাষাবিজ্ঞান' বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত —

> "বাংলায় সহজ করে Philology -কে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব ও Linguistics -কে বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্বও বলা যায়।"[২]

ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ' 'Linguistics'-কে বাংলায় ভাষাবিজ্ঞান বা বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বলার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন—

> "Linguistics হচ্ছে Science of Language বা ভাষার বিজ্ঞান অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা।"[৩]

ভারতীয় ভাষা-চর্চা আলোচনা প্রসঙ্গে অধিকাংশ পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মতো রামেশ্বর শ'ও বেদাঙ্গ ব্যাকরণের প্রথম নিদর্শন হিসাবে পাণিনির ব্যাকরণের কথা বলেছেন। যদিও পরবর্তীকালে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর এই মতকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী 'ভাষাচর্চা-ভাষা প্রস্থান' গ্রন্থে বলেছেন —

> "রামেশ্বর শ' মনে করেছিলেন বেদাঙ্গ ব্যাকরণ কেবল রূপতত্ত্ব নিয়ে। তাঁর এ মত একেবারেই বিভ্রান্তিকর। কারণ, সেখানে স্বরশিক্ষাও ব্যাকরণে গুরুত্ব পেয়েছে। শব্দের অর্থ নির্ভর করে তার সঠিক উচ্চারণের উপর। বেদাঙ্গ ব্যাকরণে তাই সঠিক উচ্চারণের জন্য স্বর ও তার ব্যুৎপত্তি প্রাধান্য পেয়েছে।"[৪]

ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ' ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও ভাষার বিশ্লেষণ দু'ভাবে করেছেন —

১. কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্টকালের রূপরেখা বিশ্লেষণ ও বর্ণনা, যাকে বলে এককালীন বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Synchronic বা Descriptive Linguistics)

২. কোনো ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ তথা কালক্রমিক বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Diachronic বা Historical Linguistics)

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রধানত ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে মার্কিন দেশে। ভাষাবিজ্ঞানের এই শাখায় কোনো ভাষার আলোচনার প্রধান বিষয় হল— ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদি। ভাষাবিদ্ রামশ্বর শ' 'ধ্বনিতত্ত্ব' বিষয়ে আলোচনা পর্বে অগ্রজ ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন ড. শ'-এর মতে বস্তুত সেটি ধ্বনিবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নয়, সেটি ধ্বনির কেবল ভূমিকাগত সংজ্ঞা (functional)। ড. শ' প্রদত্ত স্বরধ্বনির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি হল—

> "যে ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরের পথটি এমন বাধামুক্ত থাকে যে, শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে প্রবাহিত হতে গিয়ে কোথাও বাধা পেয়ে আটকে যায় না, অথবা কোথাও সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে দিয়ে জোর করে বেরোতে গিয়ে ঘর্ষণধ্বনি (friction) সৃষ্টি করে না, অথবা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সোজা পথে বাধা পেয়ে সামনের পথ ছেড়ে পাশ দিয়ে যাতায়াত করে না, অথবা স্বরযন্ত্রের উপরের কোনো বাগ্‌যন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় না, তাকেই স্বরধ্বনি (Vowel) বলে।"[৫]

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী বার্নার্ড ব্লক ও জর্জ এল. ট্রেগার-এর সংজ্ঞা অনুসরণ করে ড. রামেশ্বর শ' ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন —

> "যে ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু স্বরপথে (glottis) অথবা মুখবিবরের কোনো অংশে বাধা পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে পুরোপুরি আটকে যায়, অথবা সঙ্কীর্ণ পথে জোর করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ঘর্ষণধ্বনি (friction) সৃষ্টি করে, অথবা মুখ দিয়ে বেরোতে গিয়ে সামনে বাধা পেয়ে সোজা পথে না গিয়ে পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, অথবা স্বরযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্থ (supraglottal) কোনো বাগ্‌যন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant) বলে।"[৬]

ড. রামেশ্বর শ' প্রদত্ত এই সংজ্ঞা বিজ্ঞানসম্মত এবং তা থেকে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে মূল বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের স্বরূপটি ধরা পড়েছে। বাংলা ধ্বনিমালায় কোনটি কী স্বর বা ব্যঞ্জন তার একটা সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন। ধ্বনিবিজ্ঞানী আবদুল হাই-এর মতে, মান্যচলিত বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা মোট ৩১টি, পবিত্র সরকারের মতে ১৭টি, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামেশ্বর শ'-এর মতে, দ্বিস্বরধ্বনি রয়েছে ২৫টি। ড. শ' তাঁর গ্রন্থের ৩৩০ এবং ৩৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় (তৃতীয় সং- ১৪০৩) চিত্রের মাধ্যমে উদাহরণ সহযোগে সেগুলি দেখিয়েছেন।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচনায় রূপতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ নীদা'র বক্তব্যকে তিনি সংক্ষেপে তুলে ধরে আধুনিককালের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন, ব্লুমফিল্ড প্রমুখ মূলরূপ বা রূপিমের যে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, সবদিক মিলিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ' বলেছেন —

> "রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) হল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক যা পৌনঃপুনিক এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই।"[৭]

ড. শ' বাংলা শব্দের গঠন তিনভাবে দেখিয়েছেন —

১. কখনো একটিমাত্র রূপিমের সাহায্যে। যেমন— মা, ভাই, ও।

২. কখনো একাধিক রূপিমের সমবায়ে। একাধিক রূপিমের সাহায্যে শব্দের গঠন আবার দু'ভাবে দেখিয়েছেন—

ক. কখনো এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে। যেমন— গম্ + অন (অনট) = গমন।

খ. কখনো এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে। যেমন— মাস্টার + ঈ = মাস্টারী।

৩. কখনো একটি শব্দের সঙ্গে এক বা একাধিক শব্দের সংযোগে। যেমন— ভাই + বোন = ভাইবোন।

ড. রামেশ্বর শ' বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রজ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাবিজ্ঞানী লেমান, গ্লীসন প্রমুখের দেওয়ার সংজ্ঞা ও বাক্য সম্পর্কে আলোচনা অনুসরণ করে তাকে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রথাগত বৈয়াকরণিকরা ভাষার সর্বজনীন তত্ত্বে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁরা চান পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রেই একই তত্ত্ব ও নিয়ম-নীতি থাকুক। কিন্তু সংগঠনিক বৈয়াকরণিকরা নির্দিষ্ট ভাষার নির্দিষ্ট তত্ত্ব ও নিয়মে বিশ্বাসী ছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 113
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাঁদের মতে ভাষার বাক্য নির্ণয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে। বাক্য সম্পর্কে অবয়ববাদী বা সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড, লায়ন্স, হকেট প্রমুখ পাশ্চাত্যের সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনায় এটাই স্পষ্ট হয়েছে উক্তির মধ্যে দিয়েই তাঁরা বাক্যের বিষয়টি বুঝিয়েছেন। বাক্য ও বাক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম একটা পরিবর্তন আসে এই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায়। মার্কিন সংগঠনবাদের জনক লেনার্ড ব্লুমফিল্ড বাক্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তথা বাক্য বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে Immediate Constituents (IC) বা অব্যবহিত উপাদানের কথা বলেছেন। ড. শ' উদাহরণ সহযোগে সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় এই অব্যবহিত উপাদানে বাক্য-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত শব্দসমষ্টির গঠনকে অন্তঃকেন্দ্রিক ও বহিঃকেন্দ্রিক মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করেছেন।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি ড. রামেশ্বর শ' ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ড. রামেশ্বর শ' তাঁর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থের শেষ পর্বে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে ক্রমবিবর্তনের নানা স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষার জন্মকাহিনিটি চিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে সময়ের বিবর্তনের ফলে ভাষার সংগঠনে যে যে পরিবর্তন দেখা গেছে, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণা অনুযায়ী, আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভাষা। সমস্ত পৃথিবীর এই প্রায় সাড়ে চার হাজার ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধান বারোটি ভাষাবংশে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর ভাষাবংশের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবংশ হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা মূল আর্যভাষা বংশ (Indo-European or Aryan Family)। এই ভাষাবংশ থেকেই ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা জন্ম লাভ করেছে —এটা এ ভাষার (বাংলা) গৌরবের দিক। বাংলা ভাষার এই বংশ গৌরবের কথা স্মরণ করে তিনি ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়েছেন—

> "সম্প্রতি হয়তো বাঙলা ভাষা হাজার বছরে পা দিয়েছে..., কিন্তু বংশ-কৌলিন্যে তা পৃথিবীর এক মহান ভাষা-পরিবারের উত্তরাধিকার অর্জন করেছে।"[৮]

ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. রামেশ্বর শ' প্রাগৈতিহাসিক পর্বে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন, বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভাষার মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্যান্য ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো প্রধান বারোটি ভাষাবংশের কথা বলেছেন। পৃথিবীর এই ভাষাবংশগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের রূপরেখাটি তুলে ধরেছেন এবং ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরকে ছুঁয়ে বাংলা ভাষার উৎস ইতিহাস ও যুগ বিভাজন করে তাদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষার জন্মকাহিনিটি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা বিতর্কও রয়েছে। মাগধী অপভ্রংশের কোনো লিখিত প্রমাণ নেই; সেইজন্য ভাষাবিজ্ঞানী ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার মাগধী অপভ্রংশের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন— 'কথ্য-প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম'। অন্যদিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন— 'গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকেই বাংলার জন্ম'। আবার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর মতো ড. রামেশ্বর শ'ও বলেছেন— 'মাগধী অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম'।

ড. রামেশ্বর শ' ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী গবেষকদের গবেষণার জন্য প্রধান তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন —

১. বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল, পি-এইচ. ডি, ডি. লিট. ডিগ্রী লাভের জন্যে,

২. স্বতন্ত্র গবেষণাগ্রন্থ রচনার জন্যে এবং

৩. পত্র-পত্রিকার চাহিদা বা আলোচনা-চক্রের চাহিদা মেটাবার জন্যে।

২

আধুনিক বাংলায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একজন কৃতি ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক ছিলেন ড. রামেশ্বর শ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার, স্বর্ণপদক ও খেন্তমণি নগেন্দ্রলাল রৌপ্যদক পুরস্কার লাভ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা-অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ছিল— 'A Comparative study in the phonological systems of Bengali and German'। তাঁর এই গবেষণামূলক কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহ রায় মহোদয়। বাংলা ও জার্মান এই দুটি সমকালীন আধুনিক ভাষার বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র অবলম্বনে তুলনামূলক পদ্ধতিতে তিনি তাঁর গবেষণা সু-সম্পন্ন করেন। ড. রামেশ্বর শ' তাঁর এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের বিষয় অবলম্বনে রচনা করেন—*'Synchronic Comparative Phonology of Bengali and German'* শীর্ষক গ্রন্থটি। ২০০১ সালে কলকাতা, পুস্তক বিপণি থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাষাজিজ্ঞাসুদের কাছে এটি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। মোট ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত পরিমিত আয়তনের এই গ্রন্থটিতে তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র অবলম্বনে বাংলা ও জার্মান এই দুটি সমকালীন আধুনিক ভাষার সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা আছে।

গ্রন্থের প্রথমে তিনি বাংলা ও জার্মান এই দুটি ভাষার সাধারণ পরিচয় দিয়ে তাদের উৎস-ইতিহাস, পারস্পারিক সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বাংলা ও জার্মান উভয় ভাষার উৎস-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা ভাষার ইতিহাসের মতো জার্মান ভাষার ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে— প্রাচীন, মধ্য এবং নব্য। কিন্তু জার্মান ভাষার বিভিন্ন যুগের সময়কাল বাংলা ভাষার সাথে সঠিকভাবে মেলে না। ড. শ' তুলনামূলক মাপকাঠিতে তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের রূপরেখাটি একটি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এইভাবে —

Bengali			**German**
		700 A.D.	
		800 A.D.	Old
Old		900 A.D.	High
Bengali		1000 A.D.	German
		1100 A.D.	Middle
		1200 A.D.	High
	Transitional	1300 A.D.	German
Middle	Early MB	1400 A.D.	New
Bengali	Late MB	1500 A.D.	High
		1600 A.D.	German
		1700 A.D.	
New		1800 A.D.	
Bengali		Onwards	

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষার ইতিহাসের বিস্তৃতি জার্মান ভাষার তুলনায় অনেক কম। কারণ বাংলা ভাষার আবির্ভাবই হচ্ছে জার্মানের থেকে অনেক দেরিতে। জার্মানরা যখন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, তখন বাংলার জন্মই হয়নি। তবে কালগত দিক থেকে বাংলা ও জার্মান ভাষার মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখা গেলেও তাদের মধ্যে ভাষাগত কিছুটা মিল রয়েছে। উভয় ভাষারই আদি উৎস এক এবং বিবর্তনের ইতিহাসটি সরলীকরণ ও পরিমার্জিত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 113
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলা ও জার্মান ভাষার স্বরধ্বনিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দুটি ভাষার ধ্বনিগুলির তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য প্রথমে দুটি ভাষার ধ্বনিগুলি পৃথক-পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরে দুটি ভাষার ধ্বনিগুলি পাশাপাশি রেখে মিল এবং পার্থক্যগুলি দেখানো হয়েছে। অধ্যাপক ডানিয়েল জোন্সের মত গ্রহণ করে ড. শ' আটটি প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনির কথা বলেছেন এবং তাঁর মতানুসারে এই স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত দুটি বিষয়ের উপরে— (১) স্বরধ্বনির উচ্চারণের কাল পরিমাপের উপরে এবং (২) স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথের আকৃতির উপরে। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজির মতো জার্মান ভাষায় কোনো কোনো স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য (length) তাৎপর্যপূর্ণ (phonemic); অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরধ্বনির স্থানে দীর্ঘ স্বরধ্বনি উচ্চারণ করলে বা দীর্ঘস্বরের স্থানে হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় তা হয় না। ফলে এসব ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য তাৎপর্যপূর্ণ (phonemic) নয়। বানানে যা-ই লেখা থাক না কেন, হ্রস্বস্বরের জায়গায় দীর্ঘস্বর বা দীর্ঘস্বরের স্থানে হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করলে বাংলায় তাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। উচ্চারণের দিক থেকে বাংলায় সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একক স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই; কিন্তু জার্মান ভাষায় স্বরের ক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে বাংলা ও জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মতো এই অধ্যায়টিরও শুরুতে দুটি ভাষার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। পৃথক-পৃথক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি নির্ধারণ করে তাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। জার্মান ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু বাংলায় নেই এরকম ধ্বনি, বাংলায় পাওয়া যায় কিন্তু জার্মান ভাষায় নেই এরকম ধ্বনি আবার বাংলা ও জার্মান উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায় এরকম ব্যঞ্জন ধ্বনির একটি তুলনামূলক তালিকা খাড়া করা হয়েছে (পৃ.-১৩১, সং- ২০০১)। এটি ভাষাজিজ্ঞাসুদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সারণি হিসেবে বিবেচিত।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্ট্রেস, ইনটোনেশন, জংচার প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আলোকপাত করেছেন ড. রামেশ্বর শ'। ধ্বনিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আব্দুল হাই-এর মতানুসারে ড. শ' বলেছেন যে, উচ্চারণের দিক থেকে (Phonetically) বাংলা শ্বাসাঘাত জার্মান ভাষার শ্বাসাঘাতের মতো প্রবল নয়। একইভাবে বাংলা ও জার্মান ভাষায় Intonation বা স্বরভঙ্গি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। Intonation হল বাক্যে স্বরের ওঠানামা। প্রায় সব ভাষাতেই Intonation -এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে চার্লস এ. ফার্গুসন, মুনীর চৌধুরী প্রথম এর সূত্রবদ্ধ রূপ দান করেন। অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোন্সের প্রদর্শিত Intonation -এর রৈখিক রূপায়ণের পদ্ধতি অনুসারে এবং মুনীর চৌধুরীর সূত্র অবলম্বনে ড. রামেশ্বর শ' বাংলা ও জার্মান বাক্যে Intonation কীভাবে ঘটেছে তা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। বাংলায় সাধারণত বাক্যের গোড়ার দিকে শ্বাসাঘাত পড়ে। কিন্তু জার্মান ভাষায় এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, পদগুচ্ছে শ্বাসাঘাত অধিকাংশ সময় শেষের দিকের অক্ষরে পড়ে। যেমন —

বাংলা ভাষায় : °রাম কলকাতায় কাজ করে।

জার্মান ভাষায় : Ram arbeitet in °Kalkutta.

এই আলোচনা পর্বে ড. শ' Juncture বা যতি সম্পর্কে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক Robert Hall -এর দেওয়া সংজ্ঞাটি তুলে ধরে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন —

> "the way in which phonemes follow each other or are 'joined' in the stream of speech."[৯]

৩

ভাষাবিজ্ঞানী ড. রামেশ্বর শ' তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি '*সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*' এবং ইংরেজিতে লেখা '*Synchronic Comparative Phonology of Bengali And German*' শীর্ষক গ্রন্থ দুটি ছাড়াও ভাষা বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ' (২০০৬) শীর্ষক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 113
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে 'প্রসঙ্গ : ভাষা' নামক অধ্যায়ে। তাঁর এই রচনাগুলি বেশ বলিষ্ঠ এবং তা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

'উইলিয়াম কেরির সাধুগদ্য : ভাষাতাত্ত্বিক বিচার' শীর্ষক নিবন্ধটিতে ড. রামেশ্বর শ' বাংলা গদ্যসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত উইলিয়াম কেরির রচনার ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের রচনায় বাংলা সাধুগদ্যের যে মার্জিত রূপ দেখা যায় তার পূর্বসূচনা হয়েছিলো কেরির হাতেই। সেই যুগে দাঁড়িয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর এমন প্রাঞ্জল রচনারীতি একটি অবিস্মরণীয় অবদান।

'বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-ভাবনা' প্রবন্ধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্যের নবরূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তার মূলে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে ছিল প্রাচীন বিদ্যার পুনর্জাগরণ। আর এই পুনর্জাগরণ ঘটেছিল ধর্ম-দর্শনের ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে। এক্ষেত্রে যেসব মনীষী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর। পাশ্চাত্য মনীষীরা বিভিন্ন সময় ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন; কিন্তু বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচনা করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁর রচনাটির নাম— *'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'* (১৮৫৩)। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের সন-তারিখযুক্ত অনুপুঙ্খ ধারাবাহিক ইতিহাস ঠিক নয়, এটি একটি প্রাথমিক পথ-প্রদর্শক রচনা। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সংস্কৃত ভাষার উৎস নির্ণয় থেকে শুরু করে বৈদিক ভাষা থেকে স্বতন্ত্র সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণাগুলির পরিচয় দৃষ্টান্ত সহযোগে তুলে ধরেছেন লেখক ড. রামেশ্বর শ' তাঁর এই প্রবন্ধে।

ভাষা প্রসঙ্গে লেখা তাঁর অপর একটি অন্যতম প্রবন্ধ—'পদ্মানদীর মাঝি : ভাষা ও শৈলীবিচার'। বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনন্য সৃষ্টি *'পদ্মানদীর মাঝি'* উপন্যাসে যে ভাষাশৈলী ব্যবহার করে সেখানকার মানুষজনের জীবনচিত্রকে জীবন্ত করে গড়ে তুলেছেন সেই ভাষাশৈলীর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ড. রামেশ্বর শ' তাঁর এই প্রবন্ধে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা প্রসঙ্গে ড. শ'র মন্তব্য —

> "প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ঘষামাজা ঘুড়ির সুতোর মতো। তা শুকনো ও টান্‌টান্ হয়ে আছে; তার ধার ও টান দুই-ই বিপদজ্জনক; কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা গুটিয়ে রাখা জালের সুতোর মতো, তা শক্ত কিন্তু শিথিল, ভিজে এবং স্থানে-স্থানে পদ্মার মাটি-মাখা। তার পাকে-পাকে তৎসম শব্দের রেশমের তন্তর সঙ্গে দেশী-বিদেশী শব্দের কাপাসতন্ত অবাধে মিশে গেছে।"[১০]

সাহিত্যে ভাষার দুটি রীতি— সাধুভাষা ও চলিতভাষা। এই দুই রীতির দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্রমথ চৌধুরী নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ড. রামেশ্বর শ'ও এই বহু বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন — 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক'। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক শ' সাধু ও চলিত রীতির উৎস, ইতিহাস, স্বরূপ ও গঠন রীতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠক্রমে সাধু না চলিত রীতির রচনা অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে বিতর্কমূলক আলোচনাগুলি তুলে ধরে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে ড. রামেশ্বর শ'র বক্তব্য—

> "সাধুরীতির রচনা পাঠ করলে পড়ুয়াদের রচনায় দু-একটি ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ ঘটতে পারে, সেটা এমন কিছু দোষের নয়। একে তথাকথিত 'গুরুচণ্ডালী' দোষ বলে পড়ুয়াদের সামনে বেত উঁচু করারও দরকার নেই। স্বয়ং বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও দু-একটি ক্ষেত্রে সাধু- চলিতের মিশ্রণ ঘটেছে; এমনকি শিশুদের প্রিয় বই 'ঠাকুমার ঝুলি'তেও এই মিশ্রণ চোখে পড়ে।"[১১]

'ভাষার-সমস্যা প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধে ড. রামেশ্বর শ' বৈজ্ঞানিকসুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতে দীর্ঘদিনের ভাষা-সমস্যা এবং তার সমাধানের জন্য একটা যুক্তিপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। ভারতে ভাষা-সমস্যা মূলত কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসানো যায় তা নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রথমে হিন্দি বনাম ইংরেজিকে নিয়ে প্রবলভাবে সমস্যা দেখা দেয়; কিন্তু

বর্তমানে ভাষা-সমস্যা স্বীকৃত সবগুলি ভাষা নিয়ে। কারণ প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য, ভাব-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজস্ব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি গড়ে ওঠে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। তাই শিক্ষা যতদূর সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন একথা স্বীকার করে নিয়ে অধ্যাপক শ' রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়ে বলেছেন—

> "কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চির-পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশে সর্বত্র সমাদৃত, অন্তঃপুরের ও অসূর্য্যম্পশ্য-কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে। সমস্ত জাতির জীবন-ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ-সাধন হয়।"[১২]

'স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যের মূল স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনাটিতে অধ্যাপক শ' বিবেকানন্দের গদ্যের দুটি দিকের কথা বলেছেন— ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠ প্রাঞ্জলতা। অথচ এও বলা হয়েছে যে, 'পরিব্রাজক'-এর বর্ণনা ও চিত্রণে তেজস্বিতার বদলে অনেক স্থলে কমনীয় মোহময় রূপে ধরা দিয়েছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-তে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দুই সভ্যতার আত্মিক সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সভ্যতা, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি পার্থক্যই শুধু নয়, সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় সূত্রটিও নিহিত রয়েছে তাঁর এই রচনায়। আবার 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা' নিবন্ধে স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের পরিচয় মেলে।

ভাষা সম্পর্কিত রামেশ্বর শ'র অন্যতম একটি প্রবন্ধটি হল—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহুবচন'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বড়ু চণ্ডিদাস রচিত বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে ধাপে ধাপে ভাষার পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেক স্তরের ভাষায় ও সাহিত্যে মৌলিক কিছু লক্ষণ বা ব্যাকরণের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রূপতত্ত্বে বহুবচনের ভূমিকা কতটা বা সেখানে বহু বচনের কী কী রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে তা উদ্ধৃতি সহযোগে বিবৃত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বচন ছিল তিনটি— একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এবং প্রত্যেক বচনে শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ পৃথক হতো। মধ্য ভারতীয় আর্যে এসে দ্বিবচনের স্বাতন্ত্র্য লোপ পেল, দ্বিবচন বহুবচনের অন্তর্গত হল। আর নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় একবচন ও বহুবচনের শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের প্রবণতা লোপ পেল, শব্দের দ্বিত্ব ব্যবহার করে বহুবচন প্রকাশ করা শুরু হল, আলাদা বহুবচনের বিভক্তি লাগলো না। ফলত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বহু বচনের রূপবৈচিত্র্য নিতান্তই কম। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত সংলাপমূলক রচনা; আর সংলাপের চরিত্র একবচনাত্মক— হয় কৃষ্ণ, নয় রাধা, নয় বড়াই। তাই ড. রামেশ্বর শ' বলেছেন যে, একবচনাত্মক কর্তা বা কর্মের রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশি; বহুবচনের প্রয়োজন কম, প্রয়োগ কম।

Reference:

১. শ', রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪. চক্রবর্তী, নীলিমা ও চক্রবর্তী, উদয়কুমার, 'ভাষাচর্চা ভাষাপ্রস্থান', শ্রীময়ী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১২৪
৫. শ', রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৩২
৬. তদেব, পৃ. ২৩২—২৩৩
৭. তদেব, পৃ. ৩৫৯
৮. মজুমদার, পরেশচন্দ্র, 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 113
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. Shaw, Rameswar, 'Synchronic Comparative Phonology of Bengali And German', Pustak Bipani, Kolkata, 2001 (First Published), P. 208

১০. শ', রামেশ্বর, 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৬০

১১. তদেব, পৃ. ২৭৫

১২. তদেব, পৃ. ২৮১